কুষ্টিয়া চিনিকলের এমডি, সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক সাময়িক বরখাস্ত

দুর্নীতির অভিযোগে কুষ্টিয়া চিনিকলের এমডি গোলাম সারওয়ার মুর্শেদ, সিবিএ সভাপতি ফারুক হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার চেয়ারম্যান সনৎ কুমার সাহা স্বাক্ষরিত এক আদেশে কুষ্টিয়া চিনিকলের এমডি গোলাম সারওয়ার মুর্শেদকে সাময়িক বরখাস্তের কথা জানানো হয়।

আদেশে বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি এবং মালামাল সরবরাহকারীর বিল পরিশোধে অনিয়ম উত্থাপিত হয়। পরে অভিযোগ তদন্তে বিএসএফআইসি সদও দফতর কর্তৃক প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে প্রধান কার্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী পিএফ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি হিসেবে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সঞ্চয়পত্র ভাঙানো, রেজিস্ট্রেশনে স্বাক্ষর, অবসর গ্রহণের দুই এক মাস পূর্বে পিএফ সদস্যদের নিজের অংশ এবং মিলের অংশের ৯০-৯৫ শতাংশ লোন হিসেবে প্রদান এবং অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচরীদের পিএফ ফান্ডের চেক প্রদানকালে তাদের নিকট থেকে মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্থ আদায়করণ, ১৩-৩৩ শতাংশ হারে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের কাছ থেকে ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের ঘুষ নেয়ার বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নীরব থাকা এবং ব্যবস্থা গ্রহণ না করা গুরুতর অভিযোগ হিসেবে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বিএসএফআইসি কর্মচারী প্রবিধানমালা ১৯৮৯ এর ৪৪(১) ধারা অনুযায়ী চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি খোরাকি ভাতা পাবেন।

একই দিন প্রধান কার্যালয়ের অপর এক নির্দেশে কুষ্টিয়া চিনিকলের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রকিবুর রহমান স্বাক্ষরিত আদেশে মিলের সিবিএ সভাপতি ফারুক হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক আনিসুর

রহমানকে সাময়িকভাবে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুষ্টিয়া চিনিকলে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ও মালামাল সরবরাহকারীর বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ প্রেক্ষিতে সদর দফতরের ২ নভেম্বরের আদেশ মোতাবেক অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রাথমিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে প্রধান কার্যালয় প্রতিবেদন পেশ করে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী বিধি বহির্ভূতভাবে তিন কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ভাঙানো, রেজুলেশন করা, নিয়ম ভেঙ্গে পিএফ ফান্ডের সদস্যদের টাকা চিনি ব্যবসায়ীদেরকে প্রদান এবং মিলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের পিএফ ফান্ডের অর্থ প্রদান কালে ৪৩.৩৩ শতাংশ হারে ঘুষ নেয়ার দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৪ (২) ধারা অনুযায়ী চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় সাময়িক বরখাস্ত কালীন তারা খোরাকি ভাতাপ্রাপ্ত হবেন বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) রাতে এ খবর কুষ্টিয়া চিনিকলে পৌঁছালে মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের মাঝে স্বস্তি ফিরে আসে।

পান চাষে স্বাবলম্বী মিরপুরের হাশেম আলী খান

নিজের আড়াই বিঘা জমিতে পান চাষ করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাজরাহাটি গ্রামের যুবক হাশেম আলী খান।

বর্তমানে হাশেম পান চাষ করে এলাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তার পানের বরজে কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন এলাকার আরও ৫-৭ জন শ্রমিক। তার মতো এলাকার অনেক কৃষকই পান চাষে করছেন।

প্রথমে ভাগ্য বদলাতে নিজ উদ্যোগে বাড়ির পাশের সামান্য জমিতে পানের বরজ গড়ে তোলেন তিনি। এতে ভালো সাফল্য আসায় দুই বছরের মাথায় আড়াই বিঘা জমিতে পানের আবাদ সম্প্রসারণ করেন হাশেম আলী।

সারাবছর সংসারের খরচ মিটিয়ে বছর শেষে কয়েক লাখ টাকারও বেশি সঞ্চয় করছেন তিনি।

তিনি জানান, প্রতি বিঘায় দেড়শ পিলি পানের আবাদ করা হয়। এক বছর ধরে পানের বরজে পরিচর্যার পর পান উত্তোলন করা হয়। প্রতি পোন (৮০ বিড়ায়) পানের দাম একশো থেকে দুশো টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, আমার এক বিঘা জমিতে প্রায় এক থেকে দেড় লাখ টাকা লাভ হয়েছিল। প্রথমবার পানের বরজ করতে একটু বেশি খরচ হয়। কিন্তু পরের বার চাষ করতে খরচ কম। এবছর আমি আড়াই বিঘা জমিতে পানের চাষ করেছি। প্রায় দুই লাখ টাকার ওপরে পান বিক্রি করেছি। এখনো ২-৩ লাখ টাকার বিক্রি হবে।

পানচাষি হাশেম আলী খান জানান, একদিন অন্যের মুখাপেক্ষী ছিলাম। কিন্তু এখন আর অন্যের জমিতে কাজ করতে হয় না। এখন আমার পানের বরজে কাজ করে সংসার চালিয়ে বেশ কয়েকজন কৃষি শ্রমিক বেশ সুখে আছে। আমার পান চাষ দেখে লাভের আশায় অনেকেই পান চাষে এগিয়ে আসছেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, এলাকায় পান চাষ সম্প্রসারণে কৃষকদের প্রশিক্ষণসহ সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিরপুরসহ কুষ্টিয়া অঞ্চলের মাটি পান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাই আরো অধিক পরিমাণ জমিতে পান চাষ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্য মতে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কুষ্টিয়ার ছয়টি উপজেলায় ২ হাজার ৪ হেক্টর জমিতে পান চাষ করা হয়েছিল।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, কুষ্টিয়ার মাটি পান চাষের জন্য উপযোগী হওয়ায় এবং পানের বাজার দর ভালো থাকায় পান চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন কৃষকরা। অন্যান্য ফসলের তুলনায় পানে লাভও বেশি হয়। বাজারের চাহিদার কথা চিন্তা করে, মাটি ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে নজর দিয়ে নিরাপদ পান উৎপাদনে কৃষি অফিস সহায়তা করছে কৃষকদের।

কুষ্টিয়ায় গমের নতুন জাত প্রদর্শনীর উপর প্রশিক্ষণ

গমের নতুন জাত প্রদর্শনীর উপর কৃষক ও উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশি¶ণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন ক¶◌ে এ প্রশি¶ণের উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহযোগীতায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনিস্টিউট এ প্রশি¶ণের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রশি¶ণের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস।

এসময় তিনি বলেন, ‘কোভিড-১৯ বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, মহাসংকটে ফেলেছে। এই অবস্থায়, খাদ্যের অভাবের কারণে মানুষকে যাতে আরেকটা মহাসংকটে পড়তে না হয়, সেজন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কাজ করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নিরলসভাবে কাজ অব্যাহত রেখেছে বলেও জানান তিনি।

এসময় জেলা প্রশি¶ণ অফিসার কৃষিবীদ ড. হায়াৎ মাহমুদসহসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যশোর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ রবিউল ইসলাম।

প্রশি¶ণের কৃষি উপসহকারীসহ কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুরে মাহবুব উল আলম হানিফ ও তার স্ত্রীর রোগমুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ’র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ ও তার স্ত্রী ফৌজিয়া আলম’র রোগমুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৯ নভে¤\^র) সকালে উপজেলা আওয়ামীলীগের উদ্যোগে উপজেলা অডিটরিয়ামে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অ্যাড. আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে এ সময়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ গোলাম মোস্তফা, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার নজরুল করিম, আফতাব উদ্দিন খান, পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ারুজ্জামান বিশ্বাস মজনু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ঈমাম আলহাজ্ব হাফেজ মাওঃ আব্দুল মতিন।

পরে এতিমদের মাঝে থাবার বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিস ও

সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ শুরু

‘প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা প্রস্তুতি দুর্যোগ মোকাবেলায় আনবে গত’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে কুষ্টিয়ায় নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সেবা সপ্তাহ। যা চলবে আগামী ২১ নভেম্বর পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেলুন-ফেস্টুন উড়ানো, কেক কাটাসহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: আসলাম হোসেন।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক মো: রফিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র ষ্টেশন ম্যানেজার আলী সাজ্জাদসহ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় ধান সংগ্রহ করবে ‘কৃষকের অ্যাপ’

কৃষকরা যাতে ধানের ন্যায্য মূল্য পান সেজন্য ‘কৃষকের অ্যাপ’-এর মাধ্যমে ধান সংগ্রহ করবে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি খাদ্য গুদাম।

মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকের নিবন্ধন ও ধান বিক্রির আবেদন শুক্রবার (২০ নভেম্বর) পর্যন্ত চলবে। কুষ্টিয়া জেলার অন্য উপজেলায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধান সংগ্রহের কার্যক্রম চলতে থাকলেও সদর উপজেলায় অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকরা নিবন্ধন ও ধান বিক্রি করতে পারবেন।

কুষ্টিয়ায় সরকারি খাদ্য গুদামে প্রতি মণ আমন ধান ১ হাজার ৪০ টাকা করে প্রত্যেক কৃষক বিক্রয় করতে পারবেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা এর উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন, কৃষকরা যাতে প্রতারণার শিকার না হন সেজন্য সিলেটে এই প্রথম সদর উপজেলার ‘কৃষকের অ্যাপ’ চালু করা হয়েছে। এখানে কৃষকরা নিবন্ধনের মাধ্যমে ধান বিক্রি করতে পারবেন। এবার প্রতি মণ আমন ধান ১ হাজার ৪০ টাকা দরে বিক্রি করতে পারবেন কৃষকরা। কৃষক নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র ন¤\^র এবং মোবাইল ন¤\^র লাগবে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এসময় এসময় কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার বিষ্ণু পদ সাহাসহ খাদ্য কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জুবায়ের হোসেন চৌধুরী জানান, এই অ্যাপের সুবিধা হলো এর মাধ্যমে নিবন্ধন, বিক্রয়ের আবেদন, বরাদ্দ আদেশ এবং মূল্য পরিশোধের সনদ সম্পর্কিত তথ্য এসএমএসের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। এতে সময়, খরচ, হয়রানি ও ভোগান্তি কমবে।

নিবন্ধন ও আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর কম্পিউটারের মাধ্যমে ¯ ^য়ংক্রিয়ভাবে লটারি করা হবে। নতুন কৃষক নিবন্ধন করলেই তার ধান বিক্রয়ের আবেদন ¯^য়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে।

তবে নিবন্ধনকৃত পুরাতন কৃষকদের শুধুমাত্র ধান বিক্রয়ের আবেদন করতে হবে।

বিশ্ব টয়লেট দিবস আজ, কুষ্টিয়ায় নেই কোন গণশৌচাগার

শতভাগ টয়লেট সুবিধা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি মাথায় রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ বিশ্ব টয়লেট দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্যানিটেশন কার্যক্রমকে শতভাগ সফলের দাবি নিয়ে বেসরকারি কয়েকটি সংগঠন দিবসটি পালন করেছে।

কুষ্টিয়া শহরে গণশৌচাগার নেই বললেই চলে। এনএস রোডের থানার পাশে একটি গণশৌচাগার ছিলো, সেটি এখন আর নেই। এছাড়াও পৌর সুপার মার্কেটের গণশৌচাগার এবং কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের টয়লেট ব্যবস্থার বেহাল দশা।

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও গণশৌচাগার নেই। যদিওবা কিছু আছে সেগুলোও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রতিদিন শত শত মানুষ ব্যবহার করছে। সংখ্যায় অপ্রতুল ছাড়াও সেগুলেতে নারী-পুরুষের আলাদা ব্যবস্থা জোরদার নয়।

এমতাবস্থায় সার্বিকভাবে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হলে স্যানিটেশন কার্যক্রম জোরদার করে সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা মনে করেন, শপিং মল ও পাবলিক স্পেস তৈরির অনুমোদনের সময় গণশৌচাগার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

এপেক্স ক্লাব অব কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট বিএম বাবু গণশৌচাগারে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত এবং সংখ্যা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সুবিধা না থাকায় ডায়রিয়া, কলেরাসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগে আক্রান্তের হার বাড়ছে। তাই সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের পাশাপাশি শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব বলেও তিনি মনে করেন।

সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, স্যানিটেশন সুবিধা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। মজমপুর বাসস্ট্যান্ড, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জজকোর্টসহ এনএস রোডের বিভিন্ন মার্কেটে গণশৌচাগার নেই। এছাড়াও বিভিন্ন উপজেলা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসা যাওয়া করলেও তাদের জন্য সঠিক টয়লেটের কোন ব্যবস্থা নেই। জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার পক্ষ থেকে গণশৌচাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষনের দাবি জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় শেখ রাসেল সেতুর কাছে আবার খনন, ভাঙনের শঙ্কা

কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতুর প্রতিরক্ষা বাঁধের ধস অব্যাহত আছে। সেতুর অদূরে গড়াই নদীর মাঝ বরাবর পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) খননযন্ত্রে বালু তোলা হচ্ছে।

প্রায় দেড় মাস আগে সেতুর ১০০ মিটার ভাটিতে হরিপুর প্রান্তে প্রতিরক্ষা বাঁধে ফাটল ধরাতে সিমেন্টের ব্লক নদীতে চলে যেতে থাকে। সেতুর প্রায় ৮০ মিটারের মধ্যেই বাঁধ থেকে নদীতে নামার সিঁড়িটি পুরোপুরি ধসে গেছে। ওই এলাকায় ধস এখনও অব্যাহত আছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ হোসেন জানান, প্রতিদিনই নতুন নতুন ব্লক ধসে যাচ্ছে। ব্লকের নিচে কোনো জিও ব্যাগ নেই। দ্রুত জিও ব্যাগ ফেলে ধস ঠেকানো দরকার। তা না হলে সেতুটি ভাঙনের ঝুঁকিতে পড়বে।

গড়াই নদীর ওপর শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৭ সালে এই প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

এলজিইডির কুষ্টিয়া কার্যালয়ের প্রকৌশলী জাহিদুর রহমান মণ্ডল বলেন, ‘আপাত দৃষ্টিতে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, যেখানে ধস নেমেছে, ওই জায়গা বরাবর নদীতে পাউবোর একটি ড্রেজার দাড়ানো ছিল তিন দিন।’ নিচ থেকে বালু সরে গিয়ে এই জায়গায় ধস শুরু হয়। প্রতিরক্ষা বাঁধের ডিজাইনে নদীর বেডে নদীর দিকে দুই মিটার এবং বাঁধের দিকে দেড় মিটার করে জিও ব্যাগ ফেলা হয়।

কিন্তু ধসে যাওয়া ব্লকের নিচে কোনো জিও ব্যাগ দেখা যাচ্ছে না কেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, স্কাউরিংয়ে বালুর বস্তা নদীতে সরে গিয়ে থাকতে পারে।
তিনি আরও বলেন, কুষ্টিয়া অফিস থেকে পাঠানো প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর তার কাছে আরও কিছু তথ্য চেয়েছে, তিনি পাঠিয়েছেনও। তিনি আশা করছেন, শীঘ্রই সংস্কারের

বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ঢাকা থেকে বিশেষজ্ঞ দল আসবে।

এদিকে নতুন করে ধসের জায়গা বরাবর মাঝ নদীতে ড্রেজারে বালু তোলা হচ্ছে। সেখান থেকে পাইপের মাধ্যমে সেতুর হরিপুর অংশের শেষ মাথা বরাবর মোঃ আনোয়ার হোসেন ও তার শরিকদের ডোবা জমিতে বালু ফেলা হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন পাউবোতে ড্রেজার মেশিনের পাইপ লাইন স্থাপনের শ্রমিকদের সুপারভাইজার। তিনি বলেন, ‘পাউবো নদী থেকে তোলা বালু ফেলার জায়গা পাচ্ছে না। তাই আমাদের অনুরোধ করলে আমরা ডোবা ভরাট করতে রাজি হয়েছি।’

কুষ্টিয়ায় পাউবোর ড্রেজার বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তাজমীর হোসেন বলেন, প্রায় ৬০০ কোটি টাকার গড়াই নদী খনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ চলছে। তৃতীয় বছরের মতো এবারও শুষ্ক মৌসুমের খনন শুরু হয়েছে। খননের জন্য টাস্কফোর্স কমিটির উদ্যোগে যৌথ সার্ভে করা হয়েছে।

সার্ভে অনুযায়ী, নদীর ৪৪ কিলোমিটার খনন শুরু হয়েছে। এখানে শুধু শেখ রাসেল সেতু নয়, অনেকগুলো সেতু রয়েছে। সেতুর যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রেখেই কাজ চলছে। সেতুর অনেক দূরে নদীর মাঝ বরাবর খনন চলছে।

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যে ড্রেজার দিয়ে কাজ করছি, তা আধুনিক মানের। এটি নদীর তলদেশের মাটির নকশা মোতাবেক কেটে এগোতে থাকে। এতে ধসে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।’

সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬০৪ মিটার ও প্রস্থ ৬ দশমিক ১ মিটার। এটি নির্মাণে ব্যয় হয় ৭৮ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে সেতুটি উদ্বোধন করা হয়।

কুষ্টিয়ায় শিশু কেন্দ্রীক

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ’র উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় “তথ্য-উপাত্ত নির্ভর শিশু কেন্দ্রীক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ”র উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার দিনব্যাপী সার্কিট হাউজ সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়।

জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার, কুষ্টিয়ার আয়োজনে, ইউনিসেফ বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট (এনআইএলজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের যৌথ কার্যক্রম দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটের (এনআইএলজি) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শক) যুগ্ম সচিব মোঃ বোরহান উদ্দিন ভূঁঞা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগ কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক(উপ-সচিব) মৃনাল কান্তি দে।

প্রশিক্ষণে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা রেজিস্ট্রার অফিস

পরিদর্শন করলেন ডিসি

কুষ্টিয়া জেলা রেজিস্ট্রার অফিস পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মো.আসলাম হেসেন। গতকাল বুধবার দুপুরে তিনি জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে যান। সেখানে তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এ সময় তিনি কার্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এর নির্দেশনা দেন।

এ সময় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার প্রভাকর সাহা, সদর সাব-রেজিস্ট্রার সুব্রত কুমার সিংহ, কুমারখালী সাব-রেজিস্ট্রার মকছু মিয়া, দৌলতপুর সাব-রেজিস্ট্রার বিলকিছ আরা, জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের প্রধান সহকারী ইব্রাহিম হোসেন, সদর অফিস সহকারী রফিকুল ইসলামসহ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ সাদাত উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন বলেন, এখন থেকে রেজিস্ট্রি অফিসে যে সকল জমি রেজিস্ট্রি হবে তার দলিল তৈরি করার পর গ্রহীতাদের মাঝে দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে। কোন গ্রাহক জমি রেজিস্ট্রি করতে এসে দুর্নীতি ও ভোগান্তির শিকার যেন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

তিনি আরো বলেন, জেলার সকল জমি ক্রেতা-বিক্রেতা আপনারা নিজেরাই জমি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে জমি রেজিস্ট্রির জন্য আবেদন করতে পারবেন। জমি রেজিস্ট্রির জন্য সাব-রেজিস্ট্রার কাগজপত্র যাচাই-বাচাই করে আপনার দলিল সম্পাদন করে দিবে। কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সরকারী ফি ছাড়া অতিরিক্ত টাকা কোথাও প্রদান করবেন না বলে তিনি জানান। শেষে তিনি পরিদর্শন বহিতে স্বাক্ষর করেন।